দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 24 JUL 1986
পৃষ্ঠা ... ৮ ... কলাম ... ১ ...

উপজেলা পরিক্রমাঃ

কাপ্তাই

।। মোঃ আইয়ুব চৌধুরী ।।

রাংগামাটি তোলা শহর থেকে সড়ক পথে ৩৫ মাইল ও নদী পথে ১৪ মাইল দূরে ৫০,০৬৮ জন বাংগালী ও উপজাতী মিশ্র অধিবাসী ও পাহাড়ী এলাকা নিয়ে কর্ণফুলী নদীর তীরে এ উপজেলা স্থাপিত হয়েছে।

এ উপজেলার অধিবাসীদের মধ্যে পুরষের সংখ্যা প্রায় ৩০,০০০ ও স্ত্রীলোকের সংখ্যা প্রায় ২০,০৬৮ জন। এদের অধিকাংশই শিক্ষিত নয়।

কৃষি ব্যবস্থা

এ উপজেলায় প্রায় ৩,৬৮৩টি কৃষি পরিবার আছে। মোট আবাদী জমির পরিমাণ ১৩,৪৩৭ একর। এর মধ্যে এক ফসলী জমির পরিমাণ ৮,২১৭ একর, দু'ফসলী জমির পরিমাণ ২,৫২০ একর ও তিন ফসলী জমির পরিমাণ ২৭০ একর।

কৃষি ফসলের মধ্যে ধান, হলুদ, আদা, কলা, আনারস, লেবু ইত্যাদি প্রধান। এখানে মোট ১০৬ রকমের ফসল উৎপাদিত হয়। আধুনিক পদ্ধতিতে চাষাবাদের তেমন কোন ব্যবস্থা নেই। সেচের আওতায় মোট ৩৮৪ একর জমি আছে এবং সেচের জন্য রয়েছে ২৪টি গভীর নলকূপ ও ১৯টি পাওয়ার পাম্প।

শিক্ষা ব্যবস্থা

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রয়োজনের তুলনায় কম। উপজেলার ৯টি স্কুলের মধ্যে ৬টি হাইস্কুল, ৩টি জুনিয়র স্কুলের মধ্যে ১টি সরকারী ও বাকী সব বেসকারী। কলেজ ২টি, কোন মাদ্রাসা নেই। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো নানা সমস্যায় জর্জরিত।

চএ

যোগাযোগ ব্যবস্থা

কাপ্তাই উপজেলায় যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত। এখানে পাকা রাস্তা, অর্ধ পাকা রাস্তা ও কাঁচা রাস্তা যথাক্রমে ৩৪, ১৯, ও ৮০ মাইল। জরুরী যোগাযোগের মাধ্যম ১টি টেলিগ্রাম অফিস বিদ্যমান আছে ও ৬টি পোষ্ট অফিস আছে।

চিকিৎসা ব্যবস্থা

এ উপজেলায় ১১ শয্যা বিশিষ্ট একটি স্বাস্থ্য প্রকল্প আছে। এতে নিত্যনৈমিত্তিক ওষুধ থাকলেও ঘটনা হিসেবে ডাক্তারদের দুর্নীতির জন্য রোগীরা ওষুধ পায়না।

পানি

এখানকার জনসাধারণের একটি প্রধান সমস্যা পানি। বর্তমান ২৪টি নলকূপ বর্তমান। কিন্তু এসব প্রায় অর্ধেক ব্যবহারের অনুপযোগী। ফলে কাপ্তাই উপজেলার লোকেরা ঝরণা ও নদীর পানি পান করে থাকে। এখানকার লোকজন ডায়রিয়া, আমাশয়, ম্যালেরিয়া রোগে ভুগে থাকে।

সমবায় সমিতি ও ব্যাংক

সমবায় সমিতি পরিচালিত ৬৫টি ও বি,আর,ডি,বি পরিচালিত ৫১টি সমবায় সমিতি আছে এবং ১০টি সরকারী বাণিজ্যিক ব্যাংক আছে।

হাট বাজার ও ব্যবসা

হাটবাজারগুলোর অবস্থা উন্নত নয়। ব্যবসা বাণিজ্যের উল্লেখযোগ্য পণ্য হচ্ছে, বাঁশ, ছন, কাঠ, আদা, হলুদ, কলা ইত্যাদি।

কুষ্টিয়া, ২৩ জুলাই (সংবাদদাতা)।— কুষ্টিয়া হতে কামারখালী ঘাট পর্যন্ত গঙ্গা-কপোতাক্ষ খাল প্রকল্প বাইপাস রাস্তা নির্মাণের কাজ গত ২৮ বছরেও শেষ হয়নি।

চএ

উল্লেখ্য, উক্ত প্রকল্পের রাস্তাটি পাকিস্তান আমলে শুরু হয়ে কামারখালী ঘাট হতে লাঙ্গল বাঁধ বাজার পর্যন্ত বিটুমিন কার্পেটিং-এর কাজ সমাপ্ত হয়। সে সময় থেকে বাস সার্ভিস চালু হয়। কিন্তু লাঙ্গল বাঁধ বাজার থেকে কুষ্টিয়া পর্যন্ত প্রায় ২৭ মাইল রাস্তা মাটি ও ইট বিছানো শেষ হলেও অদ্যাবধি এর কার্পেটিং-এর কাজ শেষ হয়নি। ২৮ বছর আগে রাস্তাটির নির্মাণ সামগ্রী যেমন বিটুমিন ইমালশন, পিচ ইত্যাদি উক্ত রাস্তার পাশে বিভিন্ন স্থানে সংরক্ষিত অবস্থায় আছে। কিন্তু কেন কাজটি শেষ হচ্ছে না তা জানা যায়নি।

প্রস্তাবিত বাইপাস রোড নির্মাণ হলে একদিকে ঢাকার সাথে কুষ্টিয়ার দূরত্ব উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পাবে। অন্য দিকে কুষ্টিয়া জেলা শহর ছাড়াও এ জেলার কয়েকটি উপজেলা কুমারখালী, খোকসা ও সদর উপজেলা, ঝিনাইদহ জেলার শৈলকূপা, মাগুরা জেলার শ্রীপুর ও ফরিদপুর জেলার জনসাধারণ এই বাইপাস রোডের সুবিধা ভোগ করতে পারবে।

এই রাস্তাটির নির্মাণ কাজ শেষ হলে অবহেলিত উত্তর ও পশ্চিমাঞ্চলের যাতায়াত ব্যবস্থা রাজধানী ঢাকার সাথে সহজ ও সুগম হবে এবং এ অঞ্চলের জনসাধারণের বহু দিনের আকাংখা বাস্তবায়িত হবে।

উল্লেখ্য, রাজধানী ঢাকার সাথে কুষ্টিয়ার যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়নে সরকার কুষ্টিয়া রাজবাড়ী মহাসড়ক নির্মাণের কাজ যে গতিতে চালাচ্ছে। তাতে প্রতিটি মহাসড়কে একটি করে বাইপাস রোড় থাকা বাঞ্ছনীয়। আর তাতে শুধু লাঙ্গল বাঁধ হতে কুষ্টিয়া পর্যন্ত ২৭ মাইল রাস্তাটির কার্পেটিং-এর কাজ শেষ হলেই উক্ত বাইপাস রোডটি যানবাহনের জন্য সম্পূর্ণ উপযোগী হতে পারে।